প্রশ্ন 1 বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে প্লেটোর অভিমত সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে প্লেটোর মূল বক্তব্য

প্লেটো তাঁর 'টাইনিউস' গ্রন্থে বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ঈশ্বর কীভাবে আদর্শ ধারণার জগৎকে জড়জগতের রূপদান করেছেন।

[1] **প্লেটোর দ্বিজাগতিক তত্ত্ব:** প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে দুটি জগতের কথা বলেছেন—[a] ধারণার জগৎ ও [b] বিশেষের জগৎ।

[a] **ধারণার জগৎ:** প্লেটোর মতে, ধারণা বা আকার বা সামান্য পর্যায় শব্দ। এই ধারণা নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বনির্ভর। এই ধারণা দেশ-কালাতীত অতীন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করে। ধারণা হল সকল বিশেষের আদর্শ। তাই তা নিষ্কলঙ্ক, ত্রুটিমুক্ত এবং কেবল বুদ্ধিগম্য। ধারণা অসংখ্য, সকল প্রকার ধারণা নিয়েই ধারণার জগৎ গঠিত হয়।

[b] **বিশেষের জগৎ:** বিশেষ হল ধারণার অনুলিপি বা নকল অনুকরণ। তাই বিশেষ অনিত্য ও স্থানকালে সীমাবদ্ধ। আবার, বিশেষ প্রত্যক্ষের বিষয়। যেমন—মনুষ্যত্বের ধারণা বা সামান্যের নকল বিশেষ হল রাম, শ্যাম প্রভৃতি মানুষ। তেমনই গোরু, বৃক্ষ, পশু, পাখি সব কিছুই বিশেষ। এই সকল বিশেষকে নিয়ে বিশেষের জগৎ গঠিত।

সুতরাং, প্লেটোর মতে ধারণার জগৎ ও বিশেষের জগৎ সম্পূর্ণ বিপরীত।

[2] **ধারণার জগৎ থেকে বিশেষ জড়জগতের উৎপত্তি প্রক্রিয়া:** প্লেটোর মতে বিশেষের জগৎ হল জড়জগৎ ও জীবজগৎ। সামান্য বা ধারণা নিষ্ক্রিয়, তাই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশেষ বস্তু বা জীবে পরিণত হতে পারে না। তাই প্লেটো বিশেষের জগৎ সৃষ্টির জন্য এক সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় সত্তা কল্পনা করেছেন, তিনি হলেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে তিনি ডেমিয়াজ বলেছেন। ঈশ্বরই ধারণা ও জড়ের সাহায্যে এই বিশেষের জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

[3] **বিশ্বাত্মার (World Soul) সৃষ্টি:** প্লেটো ধারণা ছাড়াও অসত্তা জড় উপাদানের কথা স্বীকার করেছেন। জড়কে অসত্তা বলার অর্থ হল বিশুদ্ধ জড় আকারহীন। ঈশ্বর সর্বপ্রথম ধারণা ও জড়কে সংযুক্ত করে বিশ্বাত্মা সৃষ্টি করলেন। এই বিশ্বাত্মা ধারণার মতো নিরবয়ব, আবার জড়ের মতো দৈশিক। এই বিশ্বাত্মা সমগ্র জগতের গতি ও শক্তির উৎস।

[4] **বিশ্বজগৎ সৃষ্টি:** জড় আকারহীন ও নিষ্ক্রিয়। ঈশ্বর বিশ্বাত্মাকে জড়র ওপর প্রতিবিম্বিত করে জড়কে বিশেষ আকারে আকারিত করলেন, তাতে বিশ্বাত্মার গতি ও ক্রিয়া প্রদান করলেন। সৃষ্টি হল চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। এই সব কিছুই বিশ্বাত্মার গতিতে সক্রিয় হয়ে বিশ্বে ক্রিয়াশীল। এরপর ঈশ্বর সকল দেবদেবী, মানুষ, পশুপাখি, বৃক্ষলতা, নদনদী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারটি জড় উপাদানের ও

Scanned with CamScanner

আকারের তারতম্যের ভিত্তিতে, বিশ্বাত্মার প্রতিফলনের তারতম্যের ভিত্তিতে ঈশ্বর এই বৈচিত্র্যময় জড়জগৎ ও জীবজগৎ সৃষ্টি করলেন।

[5] **জগতের আদর্শ:** প্লেটোর মতে, ধারণার জগৎ হল আদর্শ জগৎ। এই জগৎ পূর্ণ, মঙ্গলময় ও কল্যাণময়। কিন্তু জগতে যে অপূর্ণতা ও অকল্যাণ দেখা দেয় তার কারণ ঈশ্বর নন। এর কারণ হল অসত্তা জড়। এই অসত্তা জড়ের জন্য জাগতিক কোনো কিছুই ধারণার মতো কলঙ্কমুক্ত, পূর্ণ, কল্যাণময় নয়।

[6] **জগতের শৃঙ্খলা:** ঈশ্বর সর্বোচ্চ কল্যাণের আদর্শকে অনুকরণ করে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই আদর্শই জগতের শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য, সংহতি, গতি ও সৃষ্টির একমাত্র কারণ।

মূল্যায়ন: এইভাবে প্লেটো সত্তা ধারণা ও অসত্তা জড়-এই দুই উপাদানের সাহায্যে ঈশ্বর কীভাবে ধারণার জগৎ থেকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি করেছেন, তা ব্যাখ্যা করেছেন।

Scanned with CamScanner